কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০৯৭.০২.০০২.১৬-৬৩৬ **তারিখ : ১৭-১০-১৬ খ্রিঃ**

বিষয় : জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ৯০তম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

কৃষি সচিব ও জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৯-১০-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ৯০তম সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ক) ৯০তম সভার কার্যবিবরণী (কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও সংশ্লিষ্ট ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে)।
খ) উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'।

১৭.১০.১৬

(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
ফোন/ফ্যাক্স ঃ ৯৫৪০২৩৮
E-mail: azimseed@gmail.com

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ -২২০০;
০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
০৩। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
০৪। যুগ্ম সচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন), অর্থ বিভাগ (কক্ষ নং-২১৯), অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৫। সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
০৬। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা -১২১৫;
০৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১;
০৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১;
০৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বাকৃবি চত্তর, ময়মনসিংহ-২২০০;
১১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদি, পাবনা-৬৬২০;
১২। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৩। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর-১৭০১;
১৪। পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৫। পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৬। জনাব এম আনিস উদ দৌলা, চেয়ারম্যান, এসিআই লিঃ এবং সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা।

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য);
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য);
০৩। প্রফেসর ড. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাপতি, ন্যাশনাল প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্স ইনস্টিটিউট স্থাপন বিষয়ক কমিটি;
০৪। ড. মঈনুল হক, বিভাগীয় প্রধান, সীড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ, বশেমুরকৃবি, গাজীপুর;
০৫। ড. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, পরিচালক, টিসিআরসি, বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর;
০৬। সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা ও সভাপতি, আলুর জাত ছাড়করণ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি;
০৭। সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৮। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)**;
০৯। জনাব মো. মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানি লিঃ, বাড়ী#১০, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা;
১০। মহাপরিচালক, বীজ উইং মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/গবেষণা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১২। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

E:\Meeting Minutes\Meeting Minutes Letter.doc

জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ৯০তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ : ০৯ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রি:
সময় : দুপুর ২.০০ ঘটিকা।
স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-'ক'।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং প্রধান বীজতত্ত্ববিদ-কে ৯০তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের আহ্বান জানান। প্রধান বীজতত্ত্ববিদ সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য সূচী-(ক) : গত ২৯/০৫/২০১৬ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা: জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) ৮৯তম সভা গত ২৯/০৫/২০১৬খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ০২/০৬/২০১৬ খ্রি: তারিখ ১২.০৯৭.০০৬.০২.০০.১২৮.২০১৪-৩৯০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির হতে আলোচ্য সূচী (ঘ)-এর হাইব্রিড ধানের জাত বায়ার হাইব্রিড-৬ ও সুপ্রিম হাইব্রিড ধান-১৬ এর নিবন্ধনে 'সারাদেশে' শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য মতামত পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত : সর্বসম্মতভাবে বায়ার হাইব্রিড-৬ ও সুপ্রিম হাইব্রিড ধান-১৬ এর নিবন্ধনে 'সারাদেশে' শব্দটি বাদ দিয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্য সূচী-(খ): ৮৯ তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা।

আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং ও বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
খ-(২) প্রস্তাবিত বীজ আইনের খসড়া-২০১৬	প্রস্তাবিত বীজ আইন-২০১৬ খসড়াটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোতে মতামতের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করে দ্রুত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রস্তাবিত বীজ আইন-২০১৬ খসড়াটির উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অংশিজনদের মতামত নিয়ে ০৭/০৮/২০১৬ তারিখ আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে খসড়া চূড়ান্ত করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
খ-(৪) উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা-২০১৬ এর খসড়া বাংলা ভাষায় অনুবাদ	বাংলা প্রণয়নের কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজিতে প্রণীত উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা-২০১৬ একই সাথে অনুমোদনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিধিমালাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কিত কাজের জন্য ইংরেজী ভাষা অনুসরণ করা হলেও মূল বিধিমালাটি হবে বাংলায়।	কমিটি হতে উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা-২০১৬ এর বাংলা ভাষায় অনুবাদের খসড়া পাওয়া গেছে। খসড়াটি প্রমিতকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে প্রমিতকরণ করে ফেরত পাঠানো হয়েছে। খসড়াটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
খ-(৫) ন্যাশনাল প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্স ইনস্টিটিউট (NPGRI) স্থাপন	ন্যাশনাল প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্স ইনস্টিটিউট (NPGRI) স্থাপন বিষয়ক কমিটিতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি পুন:গঠন করা হলো।	কমিটি পুনর্গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক NPGRI কর্তৃপক্ষ গঠনের খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

খ-(৬) ISTA (International Seed Testing Association) এক্রিডেটেড সীড টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন	বিএডিসি'কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন বোর্ডে জনবল প্রশিক্ষণের বিষয়ে যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়াও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ) কর্তৃক পরীক্ষণাগারের জনবল পুনর্বিন্যাসের একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিএডিসি জনবল প্রশিক্ষণের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ) কর্তৃক পরীক্ষণাগারের জনবল পুনর্বিন্যাসের একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে।
খ-(৭) আলুর জাত ছাড়করণে মাঠ মূল্যায়নের মানদণ্ড নির্ধারণ	সভায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট'কে আলুর জন্য ক্ষতিকারক ও সংবেদনশীল রোগ লেট ব্লাইট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কমিটিকে মানদণ্ড নিরূপণ করে কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। এছাড়া মহাপরিচালক (বীজ উইং); বারি, বিএডিসি, ডিএই এবং বেসরকারি আলু রপ্তানিকারকদের প্রতিনিধির সাথে সভা করে বারি উদ্ভাবিত নতুন আলুর জাত জনপ্রিয়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্ভাবিত আলুর নতুন জাতসমূহ কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণের জন্য বারি, বিএডিসি, ডিএই এবং আলু রপ্তানিকারকদের প্রতিনিধির সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বারি হতে ডিএই'কে (৫টি জাত×৫ মে.টন বীজ=) ২৫ মে.টন বীজ প্রদর্শনী প্লটে আলু উৎপাদনের জন্য এবং বিএডিসি'কে (৫টি জাত×২৫০কেজি বীজ=) ১২৫০ কেজি বীজ হতে বীজ উৎপাদনের জন্য সরবরাহ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; যা পরবর্তী মৌসুমে প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য ডিএই'কে সরবরাহ করা হবে।

আলোচ্য সূচী-(গ):

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রস্তাবিত আলুর ২টি জাত ১) CIP-139 ও ২) CIP-127 যথাক্রমে বারি আলু-৭২ ও বারি আলু-৭৩ হিসেবে ছাড়করণ।

আলোচনা: আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত আলুর ক্লোন ১) CIP-139 জাতটি লবণাক্ততা ও তাপ সহিষ্ণু এবং ২) CIP-127 জাতটি তাপ সহিষ্ণু আলুর জাত। প্রচলিত জনপ্রিয় চেক জাত ডায়মন্ট হতে ফলন বেশী এবং জাতগুলোর বিশেষ গুণাবলী রয়েছে। রাতের তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রী সে. এর নীচে এবং দিনের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রী সে. এর নীচে থাকলে আলুর উৎপাদনে কোন সমস্যা হয় না। জাতগুলোর সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। ১) CIP-139 ও ২) CIP-127 ছাড়কৃত আলুর জাতের ধারাবাহিকতায় যথাক্রমে বারি আলু-৭২ ও বারি আলু-৭৩ নামে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় সভাপতি জাতটি উদ্ভাবনের জন্য ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও তার গবেষক দলসহ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রস্তাবিত আলুর ২টি জাত ১) CIP-139 ও ২) CIP-127 যথাক্রমে বারি আলু-৭২ ও বারি আলু-৭৩ হিসেবে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য সূচী-(ঘ):

আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক সারি (IR77092-B-2R-B-10) ব্রি ধান৭৮ হিসেবে ছাড়করণ।

আলোচনা: প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট IR84645 এবং IR84649 এর সংকরায়নের মাধ্যমে এবং Modified Marker Assisted Selection পদ্ধতিতে একই সাথে লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু জিন সন্নিবেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। জাতটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর কুশিগুলো গাছের গোড়ার দিকে ঘনভাবে সন্নিবেশিত, উচ্চতা প্রায় ১২০ সেঃ মিঃ, জীবনকাল ১৩৩-১৩৬ দিন এবং ১০০০ টি পুষ্ট চালের ওজন প্রায় ২৪.২ গ্রাম। জাতটির চাল মাঝারি লম্বা ও চিকন এবং ভাত ঝরঝরে, রং সাদা। এ জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে জাতটির ফলন হেক্টরে ৪.৫ টন থেকে ৪.৭ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়। প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত BRRI dhan 41 থেকে ৩টি বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা পাওয়া গেছে। কারিগরি কমিটি, IR77092-B-

2R-B-10 কৌলিক সারিটি আমন মৌসুমে ব্রি ধান ৭৮ নামে উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা ও লবনাক্ততা প্রবণ অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের সুপারিশ করেছে। সভায় সভাপতি জাতটি উদ্ভাবনের জন্য ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও তার গবেষক দলসহ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট'কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত: আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক সারি (IR77092-B-2R-B-10) ব্রি ধান৭৮ হিসেবে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য সূচী-(ঙ):

আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরের প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক সারি BU- 9958-40-5-1, বি ইউ ধান-২ (BU dhan 2) হিসেবে ছাড়করণ।

আলোচনা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর সংরক্ষিত কৌলিসম্পদ হতে IR-58025B এবং BUR-55 এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে প্রস্তাবিত BU- 9958-40-5-1 কৌলিক সারিটি উদ্ভাবিত। কৌলিক সারিটি আকারে খাটো ও আলোক অসংবেদনশীল, চাল সরু ও রং সাদা এবং প্রচলিত সরু জাতের ধানের চেয়ে খাটো হওয়ায় জাতটি ঢলে পড়ে না। সরু জাতের প্রায় সব গুণাগুণ এ জাতটির মধ্যে বিদ্যমান। চালে অধিক দস্তা (২২ মি:গ্রা:/কেজি) এবং লৌহ (১০ মি:গ্রা:/কেজি) আছে। উপর্যুক্ত পরিচর্যায় জাতটির ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৫-৬ টন। কৌলিক সারিটির বিশেষ গুণ হলো চাল সরু কিন্তু উচ্চ ফলনশীল, ভাত সুস্বাদু এবং পাতা পোড়া, খোল পচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশী। প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪.৬ টন/হে: এবং চেক জাতের গড় ফলন ৫.০ টন/হে: পাওয়া যায়। সারিটি আমন মৌসুমে ডিইউএস পরীক্ষা ও মাঠ মূল্যায়ন করা হলেও আউশ, আমন ও বোরো ৩ (তিন) মৌসুমেই চাষাবাদের উপযোগী। কারিগরি কমিটি, প্রস্তাবিত কৌলিক সারি BU- 9958-40-5-1 বি ইউ ধান-২ (BU dhan 2) নামে আমন মৌসুমের জন্য ছাড়করণের সুপারিশ করেছে। সভায় সভাপতি জাতটি উদ্ভাবনের জন্য ড. এম এ খালেক মিয়া, অধ্যাপক, জেনেটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং বিভাগ ও তার গবেষক দলসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর'কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত: আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরের প্রস্তাবিত ধানের কৌলিক সারি BU- 9958-40-5-1, বি ইউ ধান-২ (BU dhan 2) হিসেবে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য সূচী-(চ):

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রস্তাবিত গমের জাত L-880-43, বিনা গম-১ হিসেবে ছাড়করণ।

আলোচনা: পাকিস্তানের Nuclear Institute for Agriculture and Biology (NIAB) থেকে L-880 নামক একটি Segregating মিউট্যান্ট থেকে গবেষণার মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবিত। প্রস্তাবিত জাতটি লবণাক্ততা সহনশীল, স্বল্প মেয়াদী ও উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। লবণাক্ত মাটিতে পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৬৭-৯০ সেঃমিঃ, অরিকল গোলাপী রঙের, জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন, দানা মাঝারি ও বাদামী রঙের এবং ১০০০ দানার ওজন ৩৬.৬ গ্রাম। জাতটি বারি গম ২৫ থেকে সামান্য লম্বা। জাতটির বিশেষ গুণ হলো অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায় থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ১২ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। জাতটি কালো দাগ (Black point) ও পাতা পোড়া (Leaf blight) রোগ সহনশীল। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে লবণাক্ত মাটিতে ফলন ২.২- ৩.৫ টন/হে. এবং অলবণাক্ত মাটিতে ফলন ৩.২-৪.২ টন /হে.। গড় ফলন ৩.৮ টন /হে.। কারিগরি কমিটি, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর প্রস্তাবিত গমের জাতটি L-880-43, বিনা গম-১ নামে ছাড়করণের সুপারিশ করেছে। সভায় সভাপতি জাতটি উদ্ভাবনের জন্য ড. মো. আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও তার গবেষক দলসহ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট'কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রস্তাবিত গমের জাত L-880-43, বিনা গম-১ হিসেবে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য সূচী-(ছ):

বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য হাইব্রিড ধানের ১২টি জাত নিবন্ধন।

আলোচনা: ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্ম উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত ব্রি ধান২৮/ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে দুই বছরের গড় ফলন তিন কিংবা তিনের অধিক স্থানে heterosis ২০% বা তার বেশী হওয়ায় সাময়িকভাবে ও শর্ত সাপেক্ষে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্ত মিতালী

এন্টারপ্রাইজ, মল্লিকা সীড কোম্পানী লিমিটেড, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, নাফকো (প্রাঃ) লিঃ, ইস্পাহানী এগ্রো লিমিটেড, সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ, পারটেক্স এগ্রো লিমিটেড এবং পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড-এর প্রস্তাবিত ১২টি জাত নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্তঃ বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য হাইব্রিড ধানের নিম্নবর্ণিত ১২টি জাতকে নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে, নিবন্ধনকৃত জাতের বিষয়ে হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের সংশোধিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

১. মিতালী এন্টারপ্রাইজ এর SAVA4613 ভারতীয় উৎসের হাইব্রিড জাতটি 'মিতালী হাইব্রিড ধান-৩ (SAVA4613)' নামে **সারাদেশে চাষাবাদের জন্য** নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

২. মিতালী এন্টারপ্রাইজ এর SAVA134 ভারতীয় উৎসের হাইব্রিড জাতটি 'মিতালী হাইব্রিড ধান-৪ (SAVA134)' নামে **সারাদেশে চাষাবাদের জন্য** নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

৩. মল্লিকা সীড কোম্পানী লিমিটেড এর FL-826 চাইনিজ উৎসের হাইব্রিড জাতটি 'মল্লিকা হাইব্রিড ধান-৩ (FL-826)' নামে **সারাদেশে চাষাবাদের জন্য** নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

৪. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট-এর নিজস্ব উৎসের হাইব্রিড জাতটি 'ব্রি হাইব্রিড ধান-৫' নামে **সারাদেশে চাষাবাদের জন্য** নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

৫. নাফকো (প্রাঃ) লিঃ-এর নাফকো-১১২ (Qyou 12) চাইনিজ উৎসের হাইব্রিড জাতটি 'নাফকো হাইব্রিড ধান-২ (Qyou 12)' নামে **বরিশাল, চট্টগ্রাম ও ঢাকা অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য** নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

৬. ইস্পাহানী এগ্রো লিমিটেড-এর IS-10 চাইনিজ উৎসের হাইব্রিড জাতটি 'ইস্পাহানী হাইব্রিড ধান-৬ (IS-10)' নামে **রংপুর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের** জন্য নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

৭. ইস্পাহানী এগ্রো লিমিটেড-এর ZyHY39 চাইনিজ উৎসের হাইব্রিড জাতটি 'ইস্পাহানী হাইব্রিড ধান-৭ (ZyHY39)' নামে **বরিশাল, রংপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য** নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

৮. সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর CE0915 (Syngenta S-1204) ভারতীয় উৎসের হাইব্রিড জাতটি 'সিনজেন্টা হাইব্রিড ধান ৬ (Syngenta S-1204)' নামে **সারাদেশে চাষাবাদের জন্য** নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

৯. সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর NK5231 (Syngenta S-1205) ভারতীয় উৎসের হাইব্রিড জাতটি 'সিনজেন্টা হাইব্রিড ধান ৭ (Syngenta S-1205)' নামে **সারাদেশে চাষাবাদের জন্য** নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

১০. পারটেক্স এগ্রো লিমিটেড এর HR-29 ভারতীয় উৎসের হাইব্রিড জাতটি 'পারটেক্স হাইব্রিড ধান-৫ (HR-29)' নামে **বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য** নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

১১. পারটেক্স এগ্রো লিমিটেড এর HR-30 চাইনিজ উৎসের হাইব্রিড জাতটি 'পারটেক্স হাইব্রিড ধান-৬ (HR-30)' নামে **বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য** নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

১২. পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর Pioneer 27P22 (XRA28936) চাইনিজ উৎসের হাইব্রিড জাতটি 'পেট্রোকেম হাইব্রিড ধান-৪ (Pioneer 27P22)' নামে **সারাদেশে চাষাবাদের জন্য** নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য সূচী-(জ):

রংপুর অঞ্চলের হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালের স্থান পরিবর্তন।

আলোচনাঃ রংপুর অঞ্চলে ধানের হাইব্রিড ট্রায়ালসমূহ বিজেআরআই এর আঞ্চলিক পাট গবেষণা কেন্দ্র রংপুরের পরিবর্তে ডোমার ফার্ম, বিএডিসি, নীলফামারীতে এবং চাষি পর্যায়ের ট্রায়াল সমূহ নিকটস্থ চাষির জমিতে করার পক্ষে কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্তঃ ধানের হাইব্রিড ট্রায়ালসমূহ বিজেআরআই এর আঞ্চলিক পাট গবেষণা কেন্দ্র রংপুরের পরিবর্তে ডোমার ফার্ম, বিএডিসি, নীলফামারীতে এবং চাষি পর্যায়ের ট্রায়াল সমূহ নিকটস্থ চাষির জমিতে করার অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য সূচী-(ঝ):

ভিত্তি স্টেজ-১ থেকে ভিত্তি স্টেজ-২ শ্রেণির ধান ও গম বীজ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ ।

আলোচনা: ভিত্তি স্টেজ-১ থেকে ভিত্তি স্টেজ-২ শ্রেণির ধান ও গম বীজ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ করেছে:

সুপারিশসমূহ:

(১) দেশের কৃষক তথা জনস্বার্থ বিবেচনায় কমিটি ভিত্তি স্টেজ-১ থেকে ভিত্তি স্টেজ-২ ধান ও গম বীজ উৎপাদন ও বিপণন নিরুৎসাহিত করার সুপারিশ করে। তবে জরুরী প্রয়োজনে নির্দিষ্ট জাতের প্রজনন বীজের অপ্রতুলতা সাপেক্ষে ভিত্তি স্টেজ-১ থেকে ভিত্তি স্টেজ-২ ধান ও গম বীজ উৎপাদন করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভিত্তি স্টেজ-১ শ্রেণির বীজের মান অবশ্যই প্রজনন বীজ (Breeder Seed) এর মান সম্পন্ন হতে হবে। তবে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির নিকট ভিত্তি স্টেজ-১ ধান ও গম বীজ উৎপাদনের জন্য আবেদন করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে ভিত্তি স্টেজ-১ ধান ও গম বীজের প্রত্যয়ন ট্যাগ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি হতে সংগ্রহ করতে হবে।

(২) যেহেতু ভিত্তি স্টেজ -১ থেকে ভিত্তি স্টেজ-২ ধান ও গম বীজ উৎপাদন ও বিপণন নিরুৎসাহিত করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রত্যয়িত বীজ (Certified Seed) কৃষক পর্যায়ে বিপননের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

(৩) প্রজনন বীজ (Breeder Seed) থেকে ভিত্তি স্টেজ-১ শ্রেণির ধান ও গম বীজ সরকারি বা বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব বীজ উৎপাদন খামার/লিজকৃত জমি/প্রশিক্ষিত চুক্তিবদ্ধ কৃষকের মাধ্যমে উৎপাদন করা যেতে পারে।

(৪) নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানকে প্রজনন ধান ও গম বীজ থেকে ভিত্তি স্টেজ-১ শ্রেণির ধান ও গম বীজ উৎপাদনের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। শর্তগুলো হলো- ক) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বীজ উৎপাদন খামার/লিজকৃত জমি/ প্রশিক্ষিত চুক্তিবদ্ধ কৃষক হতে হবে। খ) প্রশিক্ষিত কারিগরি (Technical manpower) জনবল থাকতে হবে। গ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধা থাকতে হবে/সুবিধা গ্রহণের প্রমাণ-পত্র থাকতে হবে।

সিদ্ধান্ত: বীজ আইন ও বীজ বিধিমালার এতদ্‌সংক্রান্ত বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ভিত্তি স্টেজ-১ থেকে ভিত্তি স্টেজ-২ শ্রেণির ধান ও গম বীজ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুপারিশ অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য সূচী-(ঞ):

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রজনন বীজের মূল্য পুন:নির্ধারণ ও প্যাকেজিং।

১) ধানের প্রজনন বীজের মূল্য পুন:নির্ধারণ।

আলোচনা: প্রজনন বীজের বর্তমান মূল্য প্রতি কেজি ১০০/- যা উৎপাদন খরচের তুলনায় অনেক কম। প্রজনন বীজ উৎপাদনের জন্য উৎপাদন, শ্রমিক ও অন্যান্য বিষয়সহ মোট উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ২০০/- টাকা। কারিগরি কমিটি, প্রজনন বীজের বিক্রয়মূল্য কেজি প্রতি ১০০/-টাকার পরিবর্তে প্রতি কেজি ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ) টাকা নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ধানের প্রজনন বীজের মূল্য প্রতি কেজি ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ) টাকা পুন:নির্ধারণের প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

২) প্রজনন বীজ ৫ কেজি প্যাকেটে বাজারজাতকরণ ও ট্যাগ সরবরাহ

আলোচনা: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে বীজ উৎপাদনকারীকে সদ্য ছাড়কৃত জাতসমূহের স্বল্প পরিমাণে উৎপাদিত প্রজনন বীজ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। প্রজনন বীজের সুষ্ঠু ও যৌক্তিক বন্টনের স্বার্থে ৫ (পাঁচ) কেজি পরিমাণ প্রজনন বীজ প্যাকেটজাতকরণ প্রয়োজন। এতে সদ্য ছাড়কৃত জাতসমূহ সমগ্র দেশব্যাপী এবং Location specific জাতের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) কেজির ব্যাগ সংশ্লিষ্ট এলাকায় বীজ ডিলারদের মধ্যে বিতরণ করলে দ্রুত বিস্তার লাভ সম্ভব হবে। উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনাপূর্বক কারিগরি কমিটি কর্তৃক বর্তমানে প্রচলিত ১০

(দশ) কেজির প্যাকেট বহাল রেখে চাহিদার প্রেক্ষিতে ৫ (পাঁচ) কেজির প্যাকেটে বাজারজাতকরণ ও ট্যাগ সরবরাহের প্রস্তাব অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমানে প্রচলিত ১০ (দশ) কেজির প্যাকেটসহ প্রস্তাবিত ৫ (পাঁচ) কেজির প্যাকেটে বাজারজাতকরণ ও ট্যাগ সরবরাহের প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য সূচী-(ট):

আলুর জাত উন্নয়ন, ছাড়করণ ও নিবন্ধিকরণ নীতিমালা অনুমোদন।

আলোচনাঃ বিএআরসি এর সদস্য পরিচালক (ক্রপ) এর সভাপতিত্বে আলুর জাত উন্নয়ন, ছাড়করণ ও নিবন্ধিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। নীতিমালাটি অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটির সুপারিশ রয়েছে। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৯ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নীতিমালাটি বোর্ডের সকল সদস্যদের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন মতামত পাওয়া যায়নি। জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সচিব উল্লেখ করেন আলুর জাত ছাড়করণে মাঠ মূল্যায়নের মানদণ্ড নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপরিশসমূহ আলুর জাত উন্নয়ন, ছাড়করণ ও নিবন্ধিকরণ নীতিমালার সাথে সংযুক্ত করে একটি একক নীতিমালা হওয়া প্রয়োজন।

সিদ্ধান্তঃ আলুর জাত ছাড়করণে মাঠ মূল্যায়নের মানদণ্ড নির্ধারণের কমিটির সুপরিশসমূহ আলুর জাত উন্নয়ন, ছাড়করণ ও নিবন্ধিকরণ নীতিমালার সাথে সংযুক্ত করে কারিগরি কমিটির সুপারিশসহ পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য সূচী-(ঠ): বিবিধ

(১) কারিগরি কমিটিকে নতুন জাত ছাড়করণের বিষয়ে কার্যবিবরণীতে চেক জাতের সাথে প্রস্তাবিত জাতের তুলনামূলক বিবরণী উল্লেখ করার অনুরোধ করা হলো।

(২) কারিগরি কমিটির সভার কার্যবিবরণী বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর ও নির্ভুলভাবে জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে যত্নবান হবার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

(৩) নতুন ছাড়কৃত ধান, গম ও আলুর জাতগুলি দ্রুত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়।

(৪) পরিবর্তনশীল জলবায়ুতে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী মাল্টি-স্ট্রেস টলারেন্ট ধান, গম ও আলুর জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীদেরকে আহবান জানানো হয়।

পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৬.১০.২০১৬

(মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

C:\Users\ni\Desktop\NSB-90\NSB Minutes-90 (09.10.16).doc